গ্রন্থসমালোচনা

রেনেসাঁস সমাজের দ্রষ্টা

বিবেকানন্দ রায়

শিবনারায়ণ রায় সাধারণ বাঙালির কাছে খুব একটা পরিচিত নাম নয়। বিদেশের সারস্বত সমাজে তিনি অবশ্য যথেষ্ট আদৃত ছিলেন। অধ্যাপনার জগতে তিনি অনেক উচ্চপদে আসীন ছিলেন, যেমন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১৮ বছর ভারতীয় বিষয় বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯৬৩-১৯৮১), লন্ডন ও চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের পরিচালনা, শোলে (কোরিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া মহাদেশের আধুনিকীকরণ সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার অধ্যক্ষ ছিলেন, তাদের মধ্যে আছে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লন্ডন, হাইডেলবার্গ, কলোন, হাম্‌বোল্ট, ফ্রাঙ্কফার্ট, উইসকন্সিন, মিচিগান, কলম্বিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা, মালয়েশিয়া, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম। বিদগ্ধ বাঙালিরা তাঁকে চেনেন দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা জিজ্ঞাসা-র মাধ্যমে। প্রকাশনার জগতে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে আছে অক্সফোর্ড বিশ্বিবিদ্যালয় প্রেস প্রকাশিত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নির্বাচিত রচনা এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আট বছর, শ্রীরায়ের সহযোগী হওয়ার সুবাদে, ১৯৫৪ থেকে ছয় বছর শ্রীরায়ের পত্নী এলেন রায়ের সঙ্গে Radical Humanist সাপ্তাহিকের সহ-সম্পাদনা। বহু বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও মনীষার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁকে 'আমাদের সময়ের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক' বলে অভিহিত করেন। বাংলা ও ইংরেজিতে তিনি ৫০টির মতো বইয়ের রচনা ও সম্পাদনা করেন। তাঁকে 'রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ব' বললে অত্যুক্তি হয় না; তিনিও বিশ্বে রেনেসাঁস সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে, কম্যুনিজম্ ও সংসদী গণতন্ত্র অপারগ মনে করে, মৌল গণতন্ত্র ও মানবতাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং অজস্র বই, প্রবন্ধ ও পত্রিকার মাধ্যমে এই রাজনৈতিক দর্শনের প্রচার করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর একবছর আগে (২০০৭) প্রকাশিত। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> "The two major ideologies or systems that are examined are liberalism/ parliamentary democracy on one side and Marxism/bolshevism on the other. After the war, they did show some sings of outgrowing their limitations and these are noted. But they proved to be false signs, highlighting the need for a more suitable formulation of principles and practices which might inspire a new renaissance."

তাঁর মতে, এই নব পুনর্জাগরণের সহায়ক এক বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থা, যাকে বলা যেতে পারে Radical Humanism, বা মৌল মানবতাবাদ। এর পটভূমি জানতে আলোচ্য গ্রন্থটি সহায়ক। ১৭৪ পৃষ্ঠার এই বইতে শিবনারায়ণবাবু তাঁর বক্তব্য দুইটি অংশে বিবৃত করেছেন। প্রথম অংশে রয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি, নাৎসি জার্মানির ও ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থান এবং ইউরোপের অন্য দেশের উপর তাদের আগ্রাসন, কম্যুনিজমের উত্থান ও অগ্রগতি, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্ল মার্ক্স ও তাঁর দর্শনের মূল্যায়ন এবং সবশেষে মৌলবাদী দর্শনের সংক্ষিপ্তসার। দ্বিতীয় অংশে তিনি দুইটি দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন— 'ইতিহাসে মানুষের' এবং 'এক নূতন সমাজের পথে তার যাত্রা'।

এই পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীরায় বিশ্ব ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য পরিবেশন ও বিশেষ করে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্যবাদের উদ্ভব ও বিবর্তনের পর্যালোচনা করেছেন। যেমন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কে (১৯১৯-১৯৩৯) তিনি ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের সংঘাত ও তাদের প্রতি পৃথিবীর মানুষের আনুগত্যের মেরুকরণ বলেছেন। সর্বত্র তাঁর মৌলিক চিন্তার ছাপ রয়েছে, যেমন, প্রথম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, কম্যুনিজম্ ফ্যাসিবাদের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারে নি, ফলে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শে এগোতে পারে নি। অন্যত্র বলেছেন, ফ্যাসিবাদী দলগুলির সমাজবাদ ছিল absolute totalitarianism, বা সার্বিক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের নামান্তর। ফলে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্যবাদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে সান্নিধ্যে আনল। জার্মানির সংসদীয় গণতন্ত্র কীভাবে ফ্যাসিবাদে পরিণত হল, তাও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অনেক ভাল দিক থাকা সত্ত্বেও সংসদীয় গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান ত্রুটি রয়েছে। এক, এই ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক হওয়ায় প্রশাসন আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। দুই, 'সবার সমান অধিকার' ঘোষিত লক্ষ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজে অসাম্য বাড়ে বেসরকারী উদ্যোগসমূহের বাড়বাড়ন্তের ফলে। তৃতীয়, এই ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ও উন্নয়নের কোনো প্রয়াস নেই। রুশ বিপ্লবের দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য।

> "The Russian Revolution was from the very beginning in a basic sence self-contradictory. It was not a revolution of the type, visualised in the orthodx marxist-communist scheme of revolution. It was not a dictatorship of the proletariat the brought about the subversion ot the senile Russian state. Instead. It was a bourgeois-democratic revolution, Achieved through the joint efforts of all exploited classes of the Russian people."

এই পর্যালোচনার সীমিত পরিসরে তাঁর মৌলিক ও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যগুলির সারাংশও বিবৃত করা সম্ভব নয়। তাই এই সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষিতের পরে এই বইয়ের মূল উপপাদ্য, মৌল গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। প্রথম

ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মৌলবাদের জন্ম। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ বিপ্লবের ফলে পূর্ব ইউরোপের এক বৃহৎ অংশে কম্যুনিজমের প্রভাব পড়ে। ১৯১৯ সালে সেনর্ মুসোলিনি ইতালিয় ফ্যাসিস্ট পার্টির পত্তন করেন। ১৯২১ সালে হের্ হিটলার জার্মানিতে নাৎসি বা National Socialist Party প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিনটি দলের আগ্রাসী নীতি ও কার্যক্রমের প্রতিবাদে যেসব রাজনৈতিক দর্শন ও ব্যবস্থা জন্মাল, বা বলশালী হল, তাদের মধ্যে মুখ্য ছিল Anarchism, Syndicalism, Fabian Socialism এবং রুশ কম্যুনিজমের বেশ কয়েকটি প্রতিবাদী শাখা। ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম বিপ্লবী মাইকেল বাকুনিন ও ফরাসি দার্শনিক প্রুধোঁ ছিলেন এই দর্শনের বিখ্যাত অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের গানে এই দর্শনের প্রভাব বা সাদৃশ্য দেখা যায়— ''আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে?'' ক্রমশ হিংসাশ্রয়ী হয়ে পড়ায় নৈরাজ্যবাদ জনপ্রিয়তা হারায় এবং বিভিন্ন দেশে রাজরোষে পড়ে। সিন্ডিক্যালিজিমের উৎপত্তি ফ্রান্সে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, শ্রমিক আন্দোলনকে প্রসারিত করতে। এর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০ ও ১৯৯০ -এর দশকে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের— যার পন্থা ছিল ঘেরাও, ধর্মঘট, বন্ধ, হরতাল ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পমালিকদের থেকে বাড়তি মজুরি বা মুনাফা আদায়। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে ও বাস্তবে কম্যুনিজমের সঙ্গে সিন্ডিক্যালিস্টরা একমত, তবে তাঁরা এনার্কিস্টদের মতো রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চায় না।

বিকল্প রাজনৈতিক দর্শনের ই পরিব্রেক্ষিতে মৌলবাদ কিছুটা স্বতন্ত্র। শিবনারায়ণবাবুর ব্যাখ্যায় তা নিম্নরূপ। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শুরুতে দুটি উদ্ধৃতিতে তিনি এর মর্ম বুঝিয়েছন। মানুষের হৃদয়ে কিছু আদর্শ ও বিশ্বাস বা 'মিথ্' গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। যা অক্ষয় ও চিরন্তন; তাদের প্রতিধ্বনি সর্বকালেই শোনা যায়। এরকম একটা বিশ্বাস হল সমাজবাদ, যার প্রেরণা হল প্রেম, মানবতা ও স্বাধীনতা। এই প্রেক্ষিতে মৌলবাদ নূতন কোনো দর্শন নয়; কম্যুনিজমের মতো মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রায় সমকালীন। প্রাচীন যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক দর্শনে মৌলবাদের প্রতিধ্বনি রয়েছে এবং তার দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে প্লেটো, এপিকিউরাস, ভিকো, বেকন, লাইবনিজ্, পেইন, রুশো, মার্ক্স ও প্রুধোঁর চিন্তায়, তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য কম থাকা সত্ত্বেও। মৌল গণতন্ত্রের ধারণার পত্তন হয় ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, কম্যুনিজম্ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যেমন ছিল তথাকথিত অন্ধকার যুগের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদস্বরূপ, মৌলবাদের জন্মও তেমনি কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদে। সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোটনের উদ্দেশ্যে এর উদ্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিশ্বের সমাজবাদী শক্তির এর দিকে আকৃষ্ট হন।

এর পরে শ্রীরায় মৌলবাদ যে অন্যান্য দর্শনের মতো শক্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে, মৌলবাদী দর্শন জড়বাদী, অর্থাৎ নাস্তিক (তিনি নিজে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের জন্মেও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন)। প্রকৃতিতে মৌলবাদ দুই ধরনের আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের বিপরীত। তবে এই দর্শন যান্ত্রিকতার বিরোধী এবং গতিশীল জীবনে জ্ঞানের সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকার করে। যান্ত্রিক জড়বাদ যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্থাণু মনে করে, মৌলবাদ তা করে না। এর মতে, বাঁচার মূলনীতি হল পরিবর্তন। মৌলবাদ যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়।

যুক্তিবাদী দর্শন বলে মৌলবাদ বিজ্ঞান-বিরোধী কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে স্বীকার করে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে বিজ্ঞানকে মৌলবাদ অভ্রান্ত বলে মনে করে। বিজ্ঞানকে মনে করে একটা ক্রমবিকশিত ধারা। মৌলবাদ এক ধরনের বহুধা অদ্বৈতবাদ (Pluralistic monism) আর একমাত্র যুক্তিই হল নির্ভরযোগ্য। মৌলবাদ মন করে, মানবসভ্যতা ক্রমবিকশিত ভাবনার ফলশ্রুতি। মানুষের ভবিষ্যত আশা বা নিরাশাপূর্ণ নয়। মৌলবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বক্তি- স্বাধীনতাকে নিশ্চিন্ত করে, কোনো একচ্ছত্র ক্ষমতা তার হানি করতে পারে না। এই গণতন্ত্রে মানুষ জনগণে পরিণত হয় না। শ্রীরায়ের মতে, পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে; সংসদীয় গণতন্ত্র একে প্রতিহত করতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হলেও এই প্রবণতা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করছে।

এই অবস্থা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারে মৌলবাদী গণতন্ত্র, বিভিন্ন গণ সংস্থার মাধ্যমে। তারা একের সঙ্গে অন্য যুক্ত থাকবে পিরামিডের মতো। এইসব কমিটিতে থাকবে আধা বয়স্ক ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধিরা। মৌলবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ জনগণই বাস্তবায়িত করবে: তারা প্রতিটি কাজ করবে সমাজের কল্যাণে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে স্বাধীনতা অর্জনে প্রধান বাধা হল স্বাধীনতার ভয়। স্বাধীনতার অর্থ হল, বিভিন্ন পন্থার মধ্যে একটিকে সচেতন চয়ন; এই অর্থে স্বাধীনতা হল প্রধানত একটি নৈতিক ও যুক্তিবাদী পথ। সমাজের পুনর্জাগরণের জন্যে প্রয়োজন মানুষের বৈপ্লবিক কর্ম, যা শ্রেণীস্বার্থ এবং আর্থিক বা রাজনৈতিক সংকট দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ভবিষ্যতের এই সমাজে প্রাথমিক প্রোৎসাহ হবে স্বাধীনতাপ্রেম। এছাড়াও মৌলবাদী গণতন্ত্রে অজস্র প্রোৎসাহ থাকবে।

এই সমাজ গড়তে হলে চাই এক ধরনের শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, যা সম্ভব হবে সমাজের নানা সংস্থার স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক উন্নয়নে। এই অধ্যায় থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে এই দুরূহ বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

> ''What is involved is the development of network of people's committees which will not only organise opposition to the existent unjist order but which will gradually assume the responsibility of running the local unit of the government.''

মৌলবাদী গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ অতিবিস্তারে আলোচনা এই নিবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। যাঁরা আগ্রহী তারা এই

বইটি, অথবা শ্রীরায়ের অন্য কয়েকটি বই, পড়ে দেখতে পারেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Between Renaissance and Revolution, A new Renaissance এবং তাঁর সম্পাদিত মানবেন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনার সংকলন, চারটি খণ্ডে, For a revolution from below : A Symposiun ও M. N. Roy: Philosopher-Revolutionary : An International Symposium.

শিবনারায়ণ রায় এক নূতন সমাজের দ্রষ্টা ছিলেন; শেষ অধ্যায়ে তিনি এটি সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। তাঁর কল্পনায় এই সমাজ হবে একটি পূর্ণজাগরিত বা রেনেসাঁস সমাজ। আরো দুটি বইতে এ নিয়ে তাঁর চিন্তা গ্রথিত আছে - Bengal Renaissance : The first phase এবং The Spirit of Renaissance। শ্রীরায়ের কল্পিত রেনেসাঁস ঠিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপীয় রেনেসাঁস নয়, আবার তা অভিভক্ত বঙ্গে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ধর্মে, সমাজ সংস্কারে নানান প্রতিভাবান নরনারীর বিকাশও নয়। তাঁর ভাষায়, এই রেনেসাঁস হবে নিম্নরূপ:

''The cultural atmosphere of democracy would have to be one of cosmopolitan humanism in which the scientific spirit of enquiry, personal integrity. commitment to universal human rights, spontaneous cooperative and tolerance of differences would characterize human behaviour, an atmosphere in which scientific knowlegde would have to be made available to all, and this knowledge would have to be employed to the purpose of individual happiness.''

তাঁর ও মানবেন্দ্রনাথের এই আশা কখনো ভারতে ফলপ্রসূ হবে কিনা বলা যায় না। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র ভারতবাসী এখন ভোগবাদে ভাসতে চলেছে। দলের ও সরকারের নেতারা তাদের যে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তাতে রেনেসাঁসের কোনো নামগন্ধ নেই। প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণও সর্বাত্মক বিপ্লবের কথা বলতেন জরুরী অবস্থার আগে; ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণও সর্বাত্মক বিপ্লবের কথা বলতেন জরুরী অবস্থার আগে; ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার দিল্লিতে ক্ষমতায় এসে এই বিপ্লবের কথা বলতেন; এখন আর কাউকে বলতে শোনা যায় না। ভারতের কম্যুনিস্টরা ১৯২৭ সালের পর থেকে সে সমাজবাদী বিপ্লবের কথা বলে আসছিলেন, তারাও আজকাল পুঁজিবাদের গুণ গাইছেন। এরকম প্রেক্ষিতে ভারতে কখনো মৌলবাদী গণতন্ত্র আসবে বলে মনে হয় না; পৃথিবীর কোনো দেশে এ যাবৎ আসে নি, যদিও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টি পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে এখনো আছে। তবুও মৌলবাদের অন্তর্নিহিত সততাকে অস্বীকার করা যায় না। শিবনারায়ণবাবু মনস্বিতাও তর্কাতীত এবং অত্যন্ত উচ্চমানের; এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয়, মৌলবাদ সম্পর্কিত অধ্যায়ে এবং অন্যত্র মানবেন্দ্রনাথের তেমন উল্লেখ নাই, ফলে বোঝা যায় না, মৌলবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা একই ছিল কিনা।

গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ হলেও ভাষা দুরূহ, পড়তে ও বুঝতে কষ্ট হয়। শ্রী রায়ের ইংরেজী গদ্যশৈলী, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো; দুরূহ শব্দের সারি ভেদ করে অর্থে পৌঁছতে হয়। আরো সহজ করে লিখলে হয়তো বইটি আরো বেশি কৌতূহলী পাঠককে আকর্ষণ করতে পারত। একটা উদাহরণ দিই—

''Unfortunately, while civilised man is always potentially capable of recognising what is historically necessary and desibrable and therefore of rationally following that logic and of thereby freeing himself form fatalistic determiantion, the influnces of the past and of our irranational are always srtong, at times overwhelmingly. so.''

এরকম দীর্ঘ ও দুরূহ বাক্য ব্যতিক্রম নয়; প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। অথচ এটা সহজ করে লেখা যেত। তাঁর ইংরেজি গদ্য নদীর মতো বয়ে যায় না; যেন শ্রবণে হাতুড়ির মতো পড়ে। এইসব বাধা অতিক্রম করলে বইটি সত্যিই এক অজানা বিষয়ের গভীরে নিয়ে যায়।